সহিংসতা ও শান্তি

ইউনিট ১৩

ভূমিকা

মানুষের মধ্যে দেবত্ব ও পশুত্ব এই দুই ধরনের প্রবৃত্তি রয়েছে। সহিংসতা হলো পশুর স্বভাব এবং শান্তি হলো দেবতাসুলভ স্বভাব। শান্তি ও নিরাপত্তা সকল মানুষের পরম চাওয়া। শান্তিপ্রিয় মানুষ কামনা করে প্রেম-ভালোবাসা, মিলন, সহৃদয়তা, দয়া-মায়া-মমতা, ক্ষমা ও পুনর্মিলন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা আমাদের চারিদিকে তাকালে দেখতে পাই বিভেদ, মারামারি, হিংসাবিদ্বেষ, খুন, বোমাবাজি, দলাদলি, রেষারেষি, অত্যাচার-নির্যাতন এবং যুদ্ধ। লোভ ও স্বার্থপরতার বশবর্তী হয়ে মানুষ নানারকম ভয়ংকর ও নিষ্ঠুর কার্যকলাপ করছে। মানুষ হিংস্র পশুর চেয়েও হিংস্র আচরণ করছে। ভারতের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী অহিংস আন্দোলন করেছিলেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, হিংসা নয় অহিংসার মধ্য দিয়েই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১৩.১ : সহিংসতা কী
পাঠ-১৩.২ : সহিংসতার কুফল
পাঠ-১৩.৩ : পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর সহিংসতার প্রভাব
পাঠ-১৩.৪ : সহিংসতা ও ভালোবাসা
পাঠ-১৩.৫ : পরিবারে শান্তি ও ভালোবাসার ভূমিকা
পাঠ-১৩.৬ : শান্তি প্রতিষ্ঠা
পাঠ-১৩.৭ : শান্তি প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার্থীদের ভূমিকা
পাঠ-১৩.৮ : সমাজ প্রতিষ্ঠায় শান্তি

পাঠ-১৩.১ সহিংসতা কী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সহিংসতা কী বলতে পারবেন।
- হিংসার বশে ভাই কীভাবে ভাইকে খুন করতে পারে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**সহিংসা, লোভ, স্বার্থপরতা, ভাইকে মেরে ফেলা ও প্রতিশোধ পরায়ণতা**

আদিপুস্তক ৪:২খ-১৬

হিংসার মনোভাব নিয়ে কোন মানুষের প্রতি অন্যায় আচরণ করা, জোরপূর্বক শারীরিকভাবে আঘাত কিংবা হত্যা করা, নির্যাতন করা, ধ্বংসাত্মক বা ক্ষতিকর কোন কিছু করাই হলো সহিংসতা। বিকৃত ও অপরিপক্ব বিবেকবোধ এবং প্রকৃত মানবিকতা বোধের অবক্ষয় হলে মানুষ মানুষের প্রতি সহিংস, নিষ্ঠুর ও বর্বর আচরণ করে থাকে। যার পরিণাম ভয়াবহ। আদম ও হবার দুই পুত্র হলো কাইন ও আবেল। আদি পুস্তকে বর্ণিত কাইন ও আবেল দুই ভাইয়ের গল্প থেকে সহিংসতার একটি স্পষ্ট ধারণা আমরা পেতে পারি।

আদিপুস্তক ৪:২খ-১৬ - "আবেল ছিল মেষপালক আর কাইন ছিল জমির চাষী। কাইন তার জমির ফসলের খানিকটা অংশ নিয়ে ভগবানের কাছে নৈবেদ্য উৎসর্গ করল। আবেল উৎসর্গ করল তার পালের প্রথম কয়েকটি মেষশাবক এবং সেগুলির দেহের সেরা অংশ। ভগবান তখন আবেল ও তার নৈবেদ্যের দিকে প্রসন্ন চোখে তাকালেন, কিন্তু কাইন ও তার নৈবেদ্যের দিকে তিনি ফিরেও তাকালেন না। কাইন তাতে রীতিমতো রেগে উঠলো; তার মুখে দেখা দিল হতাশা। তখন ভগবান কাইনকে বললেন; "অমন রাগ করছো কেন? কেন মুখটা অমন নিচু করে রয়েছ? ভালো কাজ কর, তাহলে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারবে। ভালো কাজ যদি না কর, তাহলে জেনে রাখ, পাপ কিন্তু দরজায় ওত পেতে বসেই আছে, তোমাকে গ্রাস করবার জন্যে লোলুপ হয়ে আছে। তাকে তুমি বরং বশেই আন।"

কাইন এক সময়ে তার ভাই আবেলকে বলল; "চল, মাঠে একটু বেড়িয়ে আসি!" তারা দু'জনে যখন মাঠেই রয়েছে, সেই সময়ে ভাই আবেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মেরে ফেলল। ভগবান তখন কাইনকে জিজ্ঞেস করলেন: "তোমার ভাই আবেল কোথায়?" সে উত্তর দিল: "আমি তো জানি না! আমি কি আমার ভাইয়ের রক্ষী নাকি?" ভগবান বললেন: "তুমি এ কী করলে? ওই তো এই মাটির বুক থেকে তোমার ভাইয়ের রক্ত আমাকে যে চিৎকার করে ডেকে চলছে! তাই এই যে মাটি হাঁ করে তোমার ভাইয়ের রক্ত তোমারই হাত থেকে গ্রহণ করেছে, তুমি এখন অভিশপ্ত হয়ে এই মাটি থেকে নির্বাসিত হলে! এবার থেকে তুমি যখন কোন জমি চাষ করবে, সেই জমি তোমাকে তার ফসল আর দেবেই না। তুমি ভবঘুরের মতো পৃথিবীর এখানে-ওখানে ঘুরেই বেড়াবে। কাইন তখন ভগবানকে বলল: "আমার এই শাস্তির বোঝা আমি বয়ে বেড়াব, সে ক্ষমতা আমার কই? তুমি তো আজ আমায় এখান থেকে তাড়িয়েই দিচ্ছ; তোমার সামনে থেকে সরে গিয়ে আমাকে তো আড়ালেই থাকতে হবে, ভবঘুরের মতো পৃথিবীর এখানে ওখানে ঘুরেই বেড়াতে হবে! তখন তো যে-কেউ আমাকে দেখতে পাবে, সে আমাকে মেরেই ফেলবে।" ভগবান উত্তর দিলেন: "না মারবে না! কেন না কাইনকে যদি কেউ মেরে ফেলে, তাহলে তাকে সাতগুণ বেশি শাস্তি পেতে হবে!" ভগবান এবার কাইনের গায়ে একটি চিহ্ন এঁকে দিলেন, যাতে কেউ তার দেখা পেলে তাকে প্রাণে না মারে। কাইন তখন ভগবানের সামনে থেকে চলেই গেল। সে এদেনের পুব দিকে নোদ-দেশেই দিন কাটাতে লাগল।"

অনুধ্যান ঃ লোভ, হিংসা, স্বার্থপরতা এবং প্রতিশোধপরায়ণতা এই সব পাপ স্বভাবের কারণে মানুষ সহিংস হয়ে ওঠে। সে নানা প্রকারে অন্যের ক্ষতি করার চেষ্টা করে। কাইন খুব স্বার্থপর ছিল। ঈশ্বরের জন্য সে ভালো কিছু উৎসর্গ করতে চাইতো না। কিন্তু তার ভাই আবেল যখন খুশি মনে পালের সেরা মেষশাবক উৎসর্গ করল এবং ঈশ্বর তার বলিদানে খুশি হলেন, তখন সে তা সহ্য করতে পারল না এবং হিংসার বশবর্তী হয়ে সে ভাইকে মেরেই ফেলল। বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতার দিকে তাকালে আমরা দেখি, লোভের কারণে মানুষ স্বার্থপর ও সহিংস হয়ে উঠছে। ধন-সম্পদ, ক্ষমতার লোভে খুব সহজেই মানুষ, মানুষকে হত্যা করছে, মানুষ গুম হয়ে যাচ্ছে। নির্মমভাবে মানুষ মানুষকে আঘাত করছে, আগুনে দগ্ধ করছে, এসিড নিক্ষেপ করছে এবং নির্যাতন-অত্যাচার করছে। কোন কারণ ছাড়া যীশুও ফরিসি ও সমাজ নেতাদের সহিংসতার শিকার হয়েছেন।

মনে রাখি ঃ পাপ কিন্তু দরজায় ওত পেতে বসেই আছে, তোমাকে গ্রাস করবার জন্যে লোলুপ হয়ে আছে। তাকে তুমি বরং বশেই আন।

শব্দটীকা ঃ সহিংসতা - হিংসাযুক্ত; অভিশপ্ত - অভিশাপগ্রস্ত

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**আপনার দেখা একটি সহিংস ঘটনার উপর পত্রিকার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট/প্রতিবেদন তৈরি করুন।**

সারসংক্ষেপ

লোভ, হিংসা, স্বার্থপরতা ও প্রতিশোধপরায়ণ হলে মানুষ সহিংস হয়ে উঠে, এমনকি ভাই তার ভাইকে খুন করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি সহিংস কাজ-

ক) চুরি করা খ) মিথ্যা বলা

গ) লোভ করা ঘ) খুন করা।

২। ঈশ্বর কার বলিদানে সন্তুষ্ট হলেন-

ক) কাইন খ) আবেল

গ) আদম ঘ) ইসাহাক।

৩। কোন পাপ স্বভাবগুলোর কারণে মানুষ সহিংস হয়ে ওঠে-

ক) রাগ ও লোভ খ) স্বার্থপরতা ও প্রতিশোধ পরায়ণতা

গ) হিংসা ও প্রতিশোধ পরায়ণতা।

উপরের কোনটি ঠিক-

i) খ ও গ ii) ক ও খ iii) ক ও গ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

পিটার, হেবেল ও যোয়েল, তিন ভাই। বাবার মৃত্যুর পর পৈতৃক সম্পদ বণ্টন নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিল। কেউ কাউকে কোনভাবে ছাড় দিতে চাইলো না। পিটার কিছুটা নমনীয় হলেও হেবেল কোনরকম ছাড় দিতে একবারেই নারাজ। ছোট ভাই যোয়েল ছিল খুবই লোভী ও স্বার্থপর। ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে সে হেবেলকে হত্যা করার চিন্তা করল ও পদক্ষেপ নিল।

ক) মানুষ কখন সহিংস আচরণ করে?

খ) কাইন কীরূপ মনোভাব নিয়ে বলি উৎসর্গ করেছিলো?

গ) পিটার, হেবেল এবং যোয়েল পৈতৃক সম্পদকে কেন্দ্র করে তিন ভাইয়ের মনোভাব ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) কাইন ও উদ্দীপকে বর্ণিত যোয়েলের মনোভাব ও কাজ, সহিংসতার চরম প্রকাশ - বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.১: ১. ঘ ২. খ ৩. i

পাঠ-১৩.২ সহিংসতার কুফল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সহিংসতার পরিণাম প্রথম ধর্মশহীদ স্তেফানের নিষ্ঠুর মৃত্যুর কথা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সহিংসতার ফলে কী ধরনের কুফল আমরা ভোগ করি তা বর্ণনা করতে পারবেন ।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**আক্রোশ, খুন, অশান্তি, অন্যায় নিপীড়ন, নির্যাতন, নিরাপত্তাহীনতা, অকাল মৃত্যু ও বিকৃত আচরণ**

শিষ্যচরিত ৭:৫৪-৬০

"স্তেফানের কথা শুনে মহাসভার সদস্যেরা মনে মনে রাগে জ্বলতে লাগলেন; স্তেফানের প্রতি আক্রোশে তাঁরা দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগলেন। তিনি কিন্তু পবিত্র আত্মার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্থির দৃষ্টিতে স্বর্গের দিকে তাকালেন। পরমেশ্বরের মহিমা প্রত্যক্ষ করলেন তিনি। আর দেখতে পেলেন স্বয়ং যীশুকে: পরমেশ্বরের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তখন তিনি বললেন: "ওই যে আমি দেখতে পাচ্ছি, স্বর্গলোক এখন উন্মুক্ত আর পরমেশ্বরের ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তখন তিনি বললেন: "ওই যে আমি দেখতে পাচ্ছি, স্বর্গলোক এখন উন্মুক্ত আর পরমেশ্বরের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং মানবপুত্র!" তখন মহাসভার সদস্যেরা জোর গলায় চিৎকার করে কানে আঙুল দিলেন আর সবাই মিলে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁরা তাঁকে শহর থেকে ঠেলে বের করে দিয়ে পাথর ছুঁড়ে মারতে লাগলেন। সাক্ষীরা সৌল নামে এক যুবকের পায়ের কাছে তাদের গায়ের জামাগুলো রেখে দিয়েছিলো। সকলে যখন স্তেফানকে পাথর ছুঁড়ে মারছিল, তখন তিনি মিনতি জানিয়ে বললেন: "প্রভু যীশু, এখন আমার প্রাণটা তুমি গ্রহণ করো।" তারপর তিনি নতজানু হয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন: "প্রভু, এ পাপের জন্যে ওদের দায়ী করো না!" এই কথা বলার পর তিনি শেষ নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন। স্তেফানের এই হত্যায় সৌলেরও সম্মতি ছিলো।"

অনুধ্যান ঃ সহিংসতার ফলাফল কখনও ভালো হতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাসে, বর্তমান সমাজ বাস্তবতায় সহিংসতার কুফল আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছি। অহরহ নির্বিচারে কত মানুষ কত নিষ্ঠুর ও অন্যায়ভাবে নিপীড়িত, নির্যাতিত ও খুন হচ্ছে। এর ফলে মানুষের জীবন, সমাজ ও বিশ্বে নেমে আসে চরম অশান্তি। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে দেখা দেয় নিরাপত্তাহীনতা। স্বাভাবিক আনন্দ নষ্ট হয়। পরস্পরের সাথে সুসম্পর্ক নষ্ট হয়। মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের বিকৃত রূপ প্রকাশ পায়। সহিংস আচরণের ফলে, মানুষ পশুর পর্যায়ে চলে যায়। জানমালের ক্ষতি হয়, এমনকি সহিংসতার শিকার হয়ে পৃথিবীর অনেক নিরপরাধ, মহাপ্রাণ, সন্তজন, মহান ব্যক্তিত্বকে অকালে নির্মমভাবে চির বিদায় নিতে হয়েছে। পবিত্র বাইবেল এবং মণ্ডলীর ইতিহাসে আমরা সহিংসতার অনেক ঘটনা ও বর্ণনা দেখতে পাই। এর ফলে যে কত নিষ্পাপ প্রাণ বলিকৃত হয়েছে তাও দেখতে পাই।

মনে রাখি ঃ সহিংস আচরণের ফলে মানুষ পশুর পর্যায়ে চলে যায়।

শব্দটীকা ঃ আক্রোশ - বিদ্বেষ ক্রোধ; মহাপ্রাণ - উদার হৃদয়, মহানুভব

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**সহিংস আচরণের ফলস্বরূপ ঘটেছে এমন একটি ঘটনা দলীয়ভাবে অভিনয় করে দেখান।**

সারসংক্ষেপ

সহিংস আচরণের ফল হলো অন্যায় নিপীড়ন, নির্যাতন এবং জীবন নাশ। এতে সমাজে দেখা দেয় অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। স্তেফান উন্মুক্ত স্বর্গলোকে কাকে দেখতে পেয়েছিলেন?

ক) পবিত্রাত্মাকে খ) দেবদূতকে

গ) পিতা ঈশ্বরকে ঘ) মানবপুত্রকে।

২। সাক্ষীরা কার পায়ের কাছে তাদের জামাকাপড়গুলো রেখেছিলো?

ক) পিতর খ) সৌল

গ) যোহন ঘ) যাকোব।

৩। সহিংস আচরণের ফলে মানুষ কিসের পর্যায়ে চলে যায়?

ক) পশু খ) শয়তান

গ) দেবদূত ঘ) সাধু।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

জন, রোহান, দেবেন্দ্র ও জীবন একই অফিসে চাকুরী করেন। জন খুবই সৎ। রোহান, দেবেন্দ্র ও জীবন নিয়মিত ঘুষ খায়, সুযোগ পেলেই অফিস ফাঁকি দেয়, দেরিতে অফিসে আসে এবং কাজ বাদ দিয়ে গল্প করে সময় কাটায়। জনকে তারা তাদের দলে টানতে চেয়েছে এবং তা করতে পারেনি বলে তারা জনের উপর খুব রেগে গেলো। তারা নানাভাবে তাকে অপদস্থ করতে চাইলো। শেষ পর্যন্ত তারা সিদ্ধান্ত নিলো জনকে অপহরণ করবে এবং মুক্তিপণ হিসেবে মোটা অংকের টাকা দাবী করবে। করলও তাই। এতে জনের পরিবার চরম ক্ষতিগ্রস্ত হলো। কিন্তু এতেও এই হিংসুটে লোকগুলি শান্তি পেলো না । শেষ পর্যন্ত তারা জনকে লোক দিয়ে খুনই করাল। সর্বশ্বান্ত হলো জনের পরিবার।

ক) স্তেফানকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছিলো?

খ) হিংসার কুফল কী?

গ) রোহান, দেবেন্দ্র এবং জীবনদের মতো মনোভাবাপন্ন মানুষদের কারণে সমাজে কীরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়?

ঘ) স্তেফান ও জন এই দুজনের মৃত্যুই মানুষের সহিংসতার ফল - আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.২: ১. ঘ ২. খ ৩. খ

পাঠ-১৩.৩ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর সহিংসতার প্রভাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নেতার সহিংস মনোভাব কীভাবে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সহিংসতার প্রভাবে সমাজে মৃত্যু ও শোক নেমে আসে, তাও বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**ছলচাতুরী, যুদ্ধ, নিহত, মারামারি, নিরাপত্তাহীনতা, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, নেতা ও নেতৃত্ব**

১ মাকাবীয় ৭:২৬-৩২, ৩৯-৪৪

"রাজা দেমেত্রিয়স যুদেয়ায় পাঠালেন নিকানোরকে। তিনি ছিলেন রাজার বিশিষ্ট সেনানায়কদের অন্যতম। তিনি ইস্রায়েলীয়দের পছন্দ করতেন না, তাদের শত্রুই ছিলেন। রাজা তাঁকে আদেশ দিলেন গোটা জাতির মানুষদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে। বিপুল বাহিনী সঙ্গে নিয়ে নিকানোর জেরুসালেমে এসে হাজির হলেন। যুদা তাঁর ভাইদের কাছে লোক পাঠিয়ে তিনি শান্তি রক্ষার ভুয়া প্রস্তাব জানালেন। তিনি বললেন: "আমার ও আপনার মধ্যে যেন কোন হানাহানি না হয়! আমি সামান্য কিছু সৈন্য নিয়ে আপনাদের সঙ্গে বন্ধু হিসেবেই দেখা করতে আসবো!" তিনি যখন যুদার কাছে এসে হাজির হলেন, তখন তাঁরা দুজনে দুজনকে বন্ধু ভাবেই সম্ভাষণ জানালেন, যদিও শত্রুরা তখন যুদাকে সেখান থেকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য তোড়জোর করছিলো। তবে তাদের আসার পেছনে যে ছলচাতুরী রয়েছে, সেকথা পরে জানতে পেরে যুদা ভয় পেয়ে নিকানোরের সঙ্গে দেখা করতে আর রাজী হলেন না। নিকানোর তখন সম্মুখ-যুদ্ধ করবেন বলে এগিয়ে গেলেন। সেদিন নিকানোরের কমবেশি পাঁচশো জন লোক নিহত হলো। অন্যেরা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলো দাউদ-নগরীতে। ... তারপর নিকানোর জেরুসালেম ছেড়ে বেথ্-হরোনে এসে সেনাছাউনি বসালেন। অন্য একটি সিরীয় সৈন্যদল সেখানে তাঁর বাহিনীতে যোগ দিল। যুদা নিজে তখন তিন হাজার সৈন্য সঙ্গে নিয়ে আদাসায় এসে নিজের সেনাছাউনী বসালেন। তিনি এই প্রার্থনা করলেন: "একদিন রাজার প্রেরিত ব্যক্তিরা যখন তোমার নিন্দা করেছিলো, তখন তোমার দিব্য দূত এসে তো ওদের এক লক্ষ পঁচাশি হাজার লোককে হত্যা করেছিলেন। তাই আজ আমাদের সামনে তুমি একইভাবে ওই সেনাবাহিনীকে চূর্ণবিচূর্ণ কর! অন্য সবাই জানুক, এ লোকটা তোমার পুণ্যস্থানটি সম্বন্ধে যে-সব কথা বলেছে, তা কত অন্যায়! ও যেমন নষ্টামি করেছে, সেইমতোই শাস্তি দিয়ো ওকে!" দু'পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলো আদার মাসের তেরো তারিখে। নিকোনোরের সেনাবাহিনী চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলো আর তিনি নিজেই প্রথমে এই যুদ্ধে নিহত হলেন। তিনি যে নিহত হয়েছেন, তা দেখে তাঁর সৈন্যেরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র মাটিতে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যেতে লাগলো।"

অনুধ্যান ঃ পরিবার সমাজের সবচেয়ে ছোট ইউনিট বা কোষ। খুব সাধারণভাবে আমরা বুঝে থাকি, কয়েকটি পরিবার নিয়ে সমাজ এবং সমাজের সমষ্টি হলো রাষ্ট্র। পরিবারের ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায় রাষ্ট্রে প্রতিফলিত হয়। পরিবারের সমস্যা পরিণামে রাষ্ট্রীয় সমস্যায় পরিণত হয়। আবার অনুরূপভাবে রাষ্ট্রের প্রভাব পরিবার ও সমাজে প্রতিফলিত হয়। সহিংসতার বেলায়ও তা সত্য। উপরে বর্ণিত সেনাপতি নিকানোরের রণ অভিযানের ঘটনায় আমরা দেখতে পাই, সহিংস আচরণ কীভাবে সমাজের সবাইকে প্রভাবিত করেছে। কত লোক অকালে প্রাণ হারিয়েছে। মিথ্যা ছলনা কীভাবে বিশ্বাস ও শান্তি নষ্ট করেছে। যুদ্ধ, সহিংসতা, মারামারি, খুন, হত্যা কখনও পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি ও আনন্দ আনতে পারে না। অযোগ্য নেতা ও নেতৃত্বের কারণে জনজীবনে সহিংস আচরণ বাড়ে। বর্তমানে পারিবারিক সহিংসতা ভীষণ বেড়ে গেছে। নারী ও শিশুরা পরিবারে নানাভাবে নির্যাতিত হচ্ছে, খুন হচ্ছে এবং তারা নিরাপত্তা পাচ্ছে না।

মনে রাখি ঃ নরহন্তা যারা, তারা সজ্জনকে ঘৃণার চোখে দেখে; কিন্তু সত্যনিষ্ঠ যারা, তারা সজ্জনের সঙ্গ পেতে চায়।

শব্দটীকা ঃ সেনা ছাউনী - সেনানিবাস, সৈন্যদের বসতি

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**দলগতভাবে আলোচনা করে বিভিন্ন দেশের যুদ্ধের পাঁচটি কারণ লিখুন।**

সারসংক্ষেপ

পারিবারিক সহিংসতা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে প্রভাবিত করে। উপযুক্ত নেতা ও নেতৃত্বের অভাবে সহিংসতার রূপ চরম আকার ধারণ করে এবং জাতীয় জীবনের শান্তি বিনষ্ট হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিকানোর কে ছিলেন?
- ক) রাজা
- খ) সেনাপতি
- গ) সৈনিক
- ঘ) যোদ্ধা।

২। যুদ্ধে নিকানোর হলো-
- ক) আহত
- খ) নিহত
- গ) ক্ষতবিক্ষত
- ঘ) পরাজিত।

৩। সমাজের সবচেয়ে ছোট ইউনিট বা কোষ হলো-
- ক) মণ্ডলী
- খ) বিদ্যালয়
- গ) হাসপাতাল
- ঘ) পরিবার।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ভুবন এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছিল। পরীক্ষা চলাকালে সে নকল করছিল এবং আশপাশের পরীক্ষার্থীদের বিরক্ত করছিল। শিক্ষক তাকে নকল করতে বাঁধা দিলে এবং পরিবেশ শান্ত রাখতে বললে সে শিক্ষকের উপর চড়াও হলো। সে দ্রুত পরীক্ষার হল ছেড়ে বাইরে গিয়ে একদল গুণ্ডা ছেলেপেলেকে নিয়ে এসে পরীক্ষার হলে গোলযোগ শুরু করে দিল। পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মীরা বাঁধা দিয়েও ব্যর্থ হলো। নকল করতে বাঁধা দানকারী শিক্ষককে মারধর ও অপমান করল।

ক) নিকানোর কে ছিলেন?

খ) নিকানোরের কী পরিণাম হলো?

গ) সমাজে নকল ও দুনীর্তির ফলাফল কী? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) নকল, সহিংসতা জাতীয় সমস্যা- উদ্দীপকের আলোকে আপনার মতামত লিখুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- **১৩.৩:** ১. খ ২. খ ৩. ঘ

পাঠ-১৩.৪ সহিংসতা ও ভালোবাসা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সহিংসতা বনাম ভালোবাসা সম্পর্কে যীশুর শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সহিংস না হয়ে কীভাবে ভালোবাসতে হবে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**ভালোবাসা, ক্ষমা-পুনর্মিলন, শান্তি, সহৃদয়তা, শত্রু এবং প্রতিবেশী**

মথি ৫:৩৮-৪২

"তোমরা শুনেছ যে (প্রাচীনকালের মানুষদের) এই কথা বলা হয়েছিল: 'চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত!' কিন্তু আমি তোমাদের বলছি: ওই ভাবে দুর্জনকে প্রতিরোধ করতে যেয়ো না! বরং কেউ তোমার ডান গালে চড় মারলে মুখ ঘুরিয়ে অন্য গালটিও তার দিকে পেতে দাও। কেউ যদি মামলা করে তোমার জামাটি নিতে চায়, তবে তোমার গায়ের চাদরটিও তাকে নিতে দাও! কেউ যদি তোমাকে এক কিলোমিটার হেঁটে যেতে বাধ্য করে, তবে তার সঙ্গে বরং দুই কিলোমিটার হেঁটে যাও! যে লোক তোমার কাছ থেকে চায়, তাকে তুমি দাও: কেউ ধার চাইলে কখনো মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না!"

মথি ২২:৩৫-৪০- একজন বিধান পণ্ডিত যীশুকে যাঁচাই করার জন্যে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: "গুরু, বিধানের শ্রেষ্ঠ আদেশ কোন্‌টি?" যীশু উত্তর দিলেন: "তোমার ঈশ্বর স্বয়ং প্রভু যিনি, তাঁকে তুমি ভালোবাসবে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে। এটিই হলো বিধানের শ্রেষ্ঠ আদেশ। আর দ্বিতীয়টি এরই মতো: "তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মতোই ভালোবাসবে! এই আদেশ দুটির ওপর নির্ভর করে আছে মোশীর সমগ্র বিধান আর প্রবক্তাদের সমস্ত বাণী।"

অনুধ্যান ঃ শান্তি ও নিরাপত্তা সকল মানুষের পরম চাওয়া। শান্তিপ্রিয় মানুষ কামনা করে, প্রেম-ভালোবাসা, সহৃদয়তা, দয়া-মায়া-মমতা, ক্ষমা ও পুনর্মিলন। হিংসা ও প্রতিশোধ কখনও শান্তি আনতে পারে না। প্রাচীনকালের শিক্ষা ছিলো প্রতিশোধ নেয়া। কিন্তু নতুন নিয়মে যীশুর শিক্ষা হলো ভালোবাসার শিক্ষা। যীশু বলেছেন- ঈশ্বরকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে এবং প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসতে। ভালোবাসার মধ্য দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। শত্রুকেও তিনি ভালোবাসতে বলেছেন।

মনে রাখি ঃ ভালোবাসা যেখানে, প্রভু যীশু সেখানে।

শব্দটীকা ঃ মামলা - মকদ্দমা, নালিশ।

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**আপনি যাকে শত্রু মনে করেন বা যে আপনার কোন ক্ষতি করেছে, তাকে ক্ষমা করুন এবং তার সাথে পুনর্মিলিত হোন।**

সারসংক্ষেপ

যীশুর শ্রেষ্ঠ বিধান হলো-প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসা ও শত্রুকে ক্ষমা করা। একমাত্র ভালোবাসা ও ক্ষমার মধ্য দিয়েই শান্তি স্থাপন করা সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রাচীনকালের শিক্ষা ছিলো-

ক) শত্রুকে পাল্টা মার দাও
খ) খুনের বদলা নাও
গ) চড়ের বদলে চড় দাও
ঘ) চোখের বদলে চোখ নাও।

২। কেউ এক কিলোমিটার যেতে বাধ্য করলে- তুমি যাবে

ক) দেড় কিলোমিটার
খ) দুই কিলোমিটার
গ) তিন কিলোমিটার
ঘ) চার কিলোমিটার।

৩। শ্রেষ্ঠ আজ্ঞা কোন্‌টি-

ক) সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসবে
খ) প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসবে
গ) শত্রুকে ভালোবাসবে
ঘ) গরিবদের দান করবে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

শিমুল ও পলাশ নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী। শিমুল নম্র, ভদ্র, খেলাধুলা এবং পড়াশুনায় খুব ভালো। কিন্তু পলাশ তার বিপরীত। সে অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতির ও প্রতিশোধপরায়ণ। মোটেও সহনশীল নয়। কেউ তাকে কিছু বললে সে যেভাবে পারে তার বদলা নিয়ে ছাড়ে। খেলার মাঠে ইচ্ছা করে একদিন শিমুলকে সে খুব জোরে আঘাত করে। শিমুল বেশ কিছুদিন স্কুলে আসতে পারে নি। কয়েক মাস পর শিমুল সুস্থ হয়ে স্কুলে ফিরে এলো। হলো কী! পলাশ স্কুল থেকে ফেরার পথে গুরুতরভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলো। খবর পেয়ে ফুল আর চকোলেট নিয়ে শিমুল, পলাশকে দেখতে গেলো এবং তার জন্য খুব মমতা দেখালো। পলাশ ভেতরে ভেতরে লজ্জিত হলেও খুব খুশি হলো। সে তার নিজের ভুল বুঝতে পারলো।

ক) যীশুর শিক্ষানুসারে কেউ এক গালে চড় মারলে কী করতে হবে?
খ) বিধানের শ্রেষ্ঠ আদেশ কোন্‌টি?
গ) উদ্দীপকে বর্ণিত পলাশ ও শিমুল - আপনি কার মতো আচরণ করবেন? কেন?
ঘ) শিমুল, পলাশের প্রতি সহৃদয় আচরণ করার শক্তি ও শিক্ষা কোথা থেকে পেয়েছে? বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.৪: ১. ঘ ২. খ ৩. ক

পাঠ-১৩.৫ পরিবারে শান্তি ও ভালোবাসার ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খ্রিষ্টীয় পরিবারে পিতামাতা ও সন্তানদের ভূমিকা ও কর্তব্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- পরিবারে শান্তি ও ভালোবাসার গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**পিতামাতা, খ্রিষ্টীয় পরিবার, সন্তান, ভালোবাসা, শান্তি, শ্রদ্ধাশীল ও গৃহমণ্ডলী**

কলসীয় ৩:১৮-২১; প্রবচন গ্রন্থ ১:৮; ৬:২৩, ১৩:১; বেন-সিরা ৭:২৭-২৮; যোহন ১৩:৩৪

কলসীয় ৩:১৮-২১ "পত্নীরা, তোমরা তোমাদের স্বামীর অনুগত হয়ে থাকো; তেমনভাবে থাকাই তোমাদের খ্রিষ্টীয় কর্তব্য। স্বামীরা, তোমরাও নিজেদের স্ত্রীকে ভালোবাস, তাদের সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করো না। সন্তানেরা, তোমরা সমস্ত-কিছুতেই তোমাদের পিতামাতার কথা মেনে চল; প্রভু তাতেই প্রীত হন। আর পিতা যারা, তোমরাও তোমাদের সন্তানদের উত্যক্ত করো না, পাছে তাদের মন ভেঙ্গে যায়।"

প্রবচন গ্রন্থ ১:৮, ৬:২৩, ১৩:১

"পিতার দেওয়া শিক্ষা শোন তুমি বৎস আমার;
মাতার দেওয়া উপদেশ অগ্রাহ্য করো না।
কেন না পিতার আদেশ, সে তো প্রদীপেরই মতো,
মায়ের উপদেশ আলোকেরই মতো;
সৎ শিক্ষা যে-সব সতর্কবাণী শোনায়, তাতে তো জীবনেরই পথ জানা যায়।
জ্ঞানবান সন্তান পিতার শিক্ষা মেনে চলে;
যে-সন্তান বিদ্রুপ-স্বভাবী, সে তো কোন ধিক্কার কানেই তোলে না।"

বেন-সিরা ৭:২৭-২৮

"পিতাকে শ্রদ্ধা কর মনপ্রাণ দিয়ে;
তোমায় জন্ম দিতে কী যন্ত্রণা পেয়েছেন মা, সে কথা ভুলো না!
মনে রেখো, তাঁরাই তো জগতে এনেছেন তোমায়;
তোমার জন্যে যা করেছেন তাঁরা, সেই ঋণ কি তুমি শোধ করতে পার?"

যোহন ১৩:৩৪ "শোন, আমি এখন তোমাদের একটি নতুন আদেশ দিচ্ছি: তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি নিজে যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি, তোমাদের তেমনি পরস্পরকে ভালোবাসতে হবে। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যদি ভালোবাসা থাকে, তাতেই তো সকলে বুঝতে পারবে, তোমরা আমার শিষ্য।"

অনুধ্যান ঃ পরিবার হচ্ছে সমাজ জীবনের মৌলিক কোষ। **"**খ্রিষ্টীয় পরিবার হচ্ছে মাণ্ডলিক মিলন সমাজের বিশেষ প্রকাশ ও বাস্তবায়ন, আর এই কারণে পরিবারকে গৃহমণ্ডলী বলা হয়।" পরিবার হচ্ছে বিশ্বাস, আশা, শান্তি ও ভালোবাসার সমাজ। পরিবারে পিতামাতা, সন্তান এবং আত্মীয়স্বজনরা পরস্পরের কাছে ভালোবাসার উপহার ও দান। পরস্পরের প্রতি গভীর ভালোবাসার বন্ধন থেকে পিতামাতা সন্তানদের প্রতিপালন করেন এবং সন্তানরা তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়। এইভাবেই সন্তানরা ভালোবাসা ও শান্তিতে বেড়ে ওঠে এবং যীশুর প্রকৃত শিষ্য হয়ে ওঠে। পরিবার হলো শান্তি ও ভালোবাসার পাঠশালা। পৃথিবীতে পারিবারিক শান্তি ও ভালোবাসা হলো স্বর্গের পূর্ব অভিজ্ঞতা।

মনে রাখি ঃ প্রসাদ ও করুণা হবে আমার সহচর, আমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে। ভগবানের গৃহে বাস করবো আমি জীবিত থাকবো যতদিন।

শব্দটীকা ঃ রুক্ষ - কর্কশ, নিষ্ঠুর, উগ্র; বিদ্রুপ - উপহাস, পরিহাস

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**একটি শান্তিপূর্ণ ও ভালোবাসাপূর্ণ পরিবার গড়ে তোলার জন্য আপনি কী ভূমিকা পালন করেন তা অন্যদের সাথে সহভাগিতা করুন।**

সারসংক্ষেপ

একটি আদর্শ খ্রিষ্টীয় পরিবার গড়ে তোলার জন্য শান্তি ও ভালোবাসা দরকার। পরিবারের প্রত্যেক সদস্যই শান্তি স্থাপনের জন্য দায়বদ্ধ। পরস্পর ভালোবাসা পরিবারে শান্তি রক্ষার মূল শর্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর খ্রিষ্টীয় কর্তব্য হলো-
- ক) স্ত্রীকে ভালোবাসা ও তার সাথে রুক্ষ ব্যবহার না করা
- খ) স্ত্রীকে শ্রদ্ধা করা ও দুর্ব্যবহার না করা
- গ) স্ত্রীকে ক্ষমা করা ও রুক্ষ আচরণ না করা
- ঘ) স্ত্রীকে ভালোবাসা ও তাকে ক্ষমা না করা।

২। স্বর্গের পূর্বছবি হলো -
- ক) স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা
- খ) পারিবারিক শান্তি ও ভালোবাসা
- গ) সন্তান ও পিতামাতার ভালোবাসা
- ঘ) আত্মীয়স্বজন ও পিতামাতার ভালোবাসা।

৩। জ্ঞানবান সন্তান কী করে-
- ক) অনেক জ্ঞান অর্জন করে
- খ) পিতার শিক্ষা মেনে চলে
- গ) জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়
- ঘ) পিতামাতার সেবা করে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

চার সন্তান নিয়ে শান্তা ও প্রণয়ের সংসার। মেঝো মেয়েটি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। স্বামী-স্ত্রী হিসেবে তারা পরস্পরকে গভীরভাবে ভালোবাসে এবং একে অন্যকে বুঝে। সন্তানদের প্রতি তারা যত্নশীল ও সহৃদয়। পারিবারিক দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যাগুলোকে তারা সহজভাবে মেনে নেয় এবং ঈশ্বরের উপর আস্থা রেখে চলে। সন্তানরা পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং বাধ্য। তাদের পারিবারিক শান্তি ও ভালোবাসার কারণে তারা যে কোন সমস্যা ও জটিল অবস্থা সহজে অতিক্রম করতে পারে। তাদের পরিবারের শান্তি তারা সমাজে ছড়িয়ে দেয়।

ক) প্রভু কিসে প্রীত হন?

খ) পরিবারে শান্তি ও ভালোবাসা না থাকলে কী হয়?

গ) পরিবারে শান্তি স্থাপনের জন্য শান্তা ও প্রণয় কীরূপ জীবন যাপন করে বলে আপনি মনে করেন?

ঘ) প্রণয় ও শান্তা তাদের পরিবারের শান্তি ও ভালোবাসা কীভাবে সমাজে বিস্তার করে- যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.৫: ১. ক ২. খ ৩. খ

পাঠ-১৩.৬ শান্তি প্রতিষ্ঠা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জানতে পারবেন - যারা শান্তি স্থাপন করে যীশু তাদের ধন্য বলে আখ্যায়িত করেছেন।
- পুনরুত্থানের পর যীশু শিষ্যদের শান্তি দান করেছেন তা জানবেন।
- শিষ্যেরা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পাপ ক্ষমা দানের ক্ষমতা লাভ করেন, সে সম্পর্কেও জানতে পারবেন।

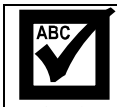 **মুখ্য শব্দ** (Key Words)	**শান্তি, পবিত্র আত্মা, ক্ষমা ও ঈশ্বরের সন্তান**

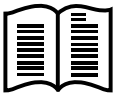

মথি ৫:৯; যোহন ২০:১৯-২১, ২৬

"শান্তি স্থাপন করে যারা, ধন্য তারা- তারাই পরমেশ্বরের সন্তান বলে পরিচিত হবে।"

পুনরুত্থানের দিনে, অর্থাৎ রবিবার দিন সন্ধ্যাবেলায় শিষ্যেরা যেখানে ছিলেন ইহুদী ধর্মনেতাদের ভয়ে, সেই ঘরের দরজাগুলো যদিও খিল দিয়ে বন্ধ করা ছিল, তবুও যীশু ভেতরে এলেন এবং তাঁদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁদের বললেন: "তোমাদের শান্তি হোক!" এবং এই কথা বলে তিনি তাঁর দুটি হাত আর বুকের পাশটি তাঁদের দেখালেন। প্রভুকে সামনে দেখে শিষ্যেরা তো মহা আনন্দিত! তখন যীশু তাঁদের আবার বললেন: "তোমাদের শান্তি হোক! পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন, আমিও তেমনি আমার দূত করে তোমাদের পাঠাচ্ছি!" এই কথা বলার পর তিনি তাঁদের দিকে একবার ফুঁ দিলেন, তারপর বললেন: "এবার তোমরা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর। তোমরা যদি কারও পাপ ক্ষমা কর, তবে তা ক্ষমা করাই হবে; যদি কারও পাপ ক্ষমা না কর, তা ক্ষমা না-করাই থাকবে"... এর আট দিন পরে, শিষ্যেরা আবার সেই একই ঘরে রয়েছেন আর তাঁদের সঙ্গে এবার টমাসও আছেন; ঘরের দরজাগুলো খিল দিয়ে বন্ধই রয়েছে, তবুও যীশু ভেতরে এলেন এবং তাঁদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন; "তোমাদের শান্তি হোক!"

অনুধ্যান ঃ পুনরুত্থানের পর শিষ্যদের কাছে যীশুর শ্রেষ্ঠ দান ছিল শান্তি। পবিত্র আত্মার একটি ফল হলো শান্তি। যীশু শিষ্যদের দেখা দিয়ে বলেছিলেন, "তোমাদের শান্তি হোক।" অর্থাৎ যীশু নিজেই শান্তিরাজ হয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন- অশান্ত এ পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করতে। পর্বতের উপর শিক্ষা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "যারা শান্তি স্থাপন করে, তারা পরমেশ্বরের সন্তান বলে গণ্য হবে।" শিষ্যদের তিনি পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা দিয়েছেন, ক্ষমার মধ্য দিয়ে তারা যেন পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। সেই একই দাবী যীশু আমাদের কাছে রাখেন আমরা যেন শান্তির জন্য কাজ করি। যেখানে অন্যায়-অন্যায্যতা, অশান্তি, সেখানে আমরা যেন শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

মনে রাখি ঃ শান্তি স্থাপন করে যারা, ধন্য তারা- তারাই পরমেশ্বরের সন্তান বলে পরিচিত হবে।

শব্দটীকা ঃ শান্তি - প্রশান্তি, উৎকণ্ঠাহীনতা

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**পরিবারে বা সমাজে আপনার জানামতে কোন অশান্তি থাকলে, ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে শান্তি স্থাপনের ভূমিকা পালন করুন।**

সারসংক্ষেপ

মানুষ মাত্রই শান্তিপ্রিয়-শান্তিকামী। প্রভু যীশু আমাদের সবাইকে শান্তি দান করেছেন। তাই আমাদের ভূমিকা হলো পরিবারে-সমাজে শান্তি স্থাপনের জন্য কাজ করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যারা শান্তি স্থাপন করে, তাদের প্রতিশ্রুত পুরস্কার হলো-
- ক) স্বর্গীয় শান্তি
- খ) চিরকালীন দয়া
- গ) অনন্ত জীবন
- ঘ) পরমেশ্বরের সন্তান হওয়া।

২। পুনরুত্থানের পর শিষ্যদের দেখা দিয়ে যীশু বলেছিলেন-
- ক) তোমাদের পাপ ক্ষমা করা হলো
- খ) তোমাদের শান্তি হোক
- গ) পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর
- ঘ) সকলকে দীক্ষাস্নাত কর।

৩। ফুঁ দিয়ে যীশু শিষ্যদের কাকে গ্রহণ করতে বলেছিলেন-
- ক) পবিত্র ত্রিত্বকে
- খ) স্বর্গীয় পিতাকে
- গ) পবিত্র আত্মাকে
- ঘ) পরমেশ্বরকে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

জমির সীমানা নিয়ে গ্রামের দুই পরিবারের মধ্যে চরম রেষারেষি ও ঝগড়া চলছিল। চূড়ান্ত পর্যায়ে মামলা শুরু হলো। বেশ কয়েক বছর এভাবে চলছিল। দুই পরিবারই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, কিন্তু এর কোন সমাধান হচ্ছিল না। একদিন গ্রামের এক যুবক এক পরিবারের কর্তাকে বলল, এভাবে আপনারা আর কতদিন অশান্তিতে থাকবেন? তখন কর্তা বললেন, কী করা যায়? তখন যুবকটি পরামর্শ দিলো যে, একটি সালিশ ডেকে বিষয়টি দুই পরিবার মিলে মিটিয়ে ফেলুন। মানুষের জীবন- অনেক ছোট ও ক্ষণস্থায়ী। মৃত্যুর পর তো- সাড়ে তিন হাতের বেশি মাটি আর লাগবে না। শেষ পর্যন্ত দুই পরিবারের মধ্যে একটি সুন্দর মিমাংসা হলো। যুবকটি দুই পরিবারে শান্তি স্থাপনে সেতু বন্ধনের ভূমিকা পালন করল।

ক) পুনরুত্থানের পর শিষ্যদের জন্য যীশু কী দান দিয়েছিলেন?

খ) দুই পরিবারের মধ্যে কী নিয়ে অশান্তি হচ্ছিল?

গ) শান্তি প্রতিষ্ঠায় আপনি কী ভূমিকা পালন করতে পারেন?

ঘ) শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুবকটির ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.৬: ১. ঘ ২. খ ৩. গ

পাঠ-১৩.৭ শান্তি প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার্থীদের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- একজন শিক্ষার্থী হিসেবে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আপনার কী করণীয়, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- শান্তি প্রতিষ্ঠায় আপনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে উদ্বুদ্ধ হবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**ভ্রাতৃপ্রেম, একপ্রাণ, মূল্যবোধ, সৎজীবন, ন্যায্যতা, প্রার্থনা ও শান্তি**

রোমীয় ১২: ৯-২১

"তোমাদের ভালোবাসার মধ্যে যেন কোন ভান না থাকে! অসৎ যা-কিছু, তা ঘৃণা কর; যা সৎ, তা আঁকড়েই ধর। ভ্রাতৃপ্রেম যেন তোমাদের মধ্যে গভীর স্নেহবন্ধন গড়ে তোলে। তোমরা একে অন্যকে বেশি সম্মানের যোগ্য বলেই মনে কর, নিরলস আগ্রহ নিয়ে, উদ্দীপ্ত হৃদয়েই তোমরা প্রভুর সেবা করে যাও। আশা তোমাদের মনটাকে আনন্দিত করে রাখুক; তোমরা দুঃখ-কষ্টে সহিষ্ণু হও; প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান হয়ে থাক। খ্রিষ্টভক্তদের অভাব-অনটন তোমরা ভাগ করে নাও; অতিথি সেবায় হও যত্নবান। যারা তোমাদের নির্যাতন করে, আশীর্বাদ কর তাদের; আশীর্বাদই কর, অভিশাপ দিও না কখনো! যারা আনন্দ করে, তাদের সঙ্গে আনন্দ কর: যাঁরা কাঁদে তাদের সঙ্গে কাঁদ। তোমরা পরস্পর একপ্রাণ হও। তোমরা গর্বোদ্ধত হয়ো না; বরং দীনহীন মানুষ যারা, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চল। আত্মগর্বে তোমরা নিজেদের জ্ঞানী বলে মনে করো না। অন্যায়ের প্রতিদানে কারও প্রতি কোন অন্যায় করো না। সকল মানুষের চোখে যা ভালো, তোমরা তা করতেই বিশেষ চেষ্টা কর। সম্ভব হলে, যতটা পার, সকলের সঙ্গে শান্তি বজায় রেখেই চল। প্রীতিভাজনেরা, তোমরা কখনো প্রতিশোধ নিতে যেয়ো না; ঈশ্বরের ক্রোধকেই বরং যা করার, তা করতে দাও। শাস্ত্রে তো লেখাই আছে: "প্রতিশোধ আমারই হাতে; প্রতিদান যা দেবার, আমিই দেব!" এ তো স্বয়ং প্রভুরই উক্তি! শুধু কি তাই! শাস্ত্রে একথাও রয়েছে: তোমার শত্রুর খিদে পেলে খাবার দাও, তেষ্টা পেলে জল দাও!" তুমি তা করলে সে তো লজ্জার বোঝা মাথায় নিয়ে জ্বলে পুড়েই মরবে। অন্যায়-অধর্মের কাছে হার মেনো না কখনো, বরং ন্যায়-ধর্মকে হাতিয়ার করেই অন্যায়-অধর্মকে জয় কর।"

অনুধ্যান ঃ শিক্ষার্থী হিসেবে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারি। প্রত্যেকজন শিক্ষার্থী প্রতিটি পরিবার, সমাজ ও দেশে একজন শান্তির দূত। শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাদের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা রয়েছে। নিজ জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে, প্রতিদিনের চিন্তা-চেতনা কথায়-কাজে অহিংস হয়ে, নৈতিক গুণসমৃদ্ধ ও সৎ জীবন যাপন করে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, দ্বন্দ্ব নিরসন করে, যারা শান্তি ও ন্যায্যতার জন্য কাজ করে তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে এবং শান্তির জন্য প্রার্থনা করে আমরা সহজেই এই ভূমিকা পালন করতে পারি।

মনে রাখি ঃ অসৎ যা-কিছু, তা ঘৃণা কর; যা সৎ,তা আঁকড়েই ধর। ভ্রাতৃপ্রেম যেন তোমাদের মধ্যে গভীর স্নেহবন্ধন গড়ে তোলে।

শব্দটীকা ঃ ভ্রাতৃপ্রেম - ভাইয়ের প্রতি মমতা ও ভালোবাসা; সহিষ্ণু - সহনশীল, ধৈর্যশীল।

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**একজন শিক্ষার্থী হিসেবে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য করতে পারেন এমন পাঁচটি কাজ একটি কাগজে লিখে আপনার ঘরে ঝুলিয়ে রাখুন এবং প্রতিদিন পড়ুন।**

সারসংক্ষেপ

একজন শিক্ষার্থী হিসেবে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তার পক্ষে করা সম্ভব যেমন- নৈতিক মূল্যবোধ অনুসারে সৎ জীবনযাপন করা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, শান্তির জন্য প্রার্থনা করা, এগুলো সম্পর্কে সচেতনতা লাভ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। স্নেহবন্ধন গড়ে তোলার জন্য দরকার-
ক) দয়া করা
খ) সেবা করা
গ) করুণা করা
ঘ) ভ্রাতৃপ্রেম করা।

২। যারা নির্যাতন করে তাদের প্রতি করণীয়-
ক) প্রার্থনা করা
খ) আশীর্বাদ করা
গ) অভিশাপ দেয়া
ঘ) ক্ষমা করা।

৩। একজন শিক্ষার্থী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য -
ক) শান্তির জন্য প্রার্থনা করতে পারে
খ) পড়াশুনা করতে পারে
গ) ভালো কাজ করতে পারে
ঘ) যুদ্ধ থামাতে পারে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

আমাদের হৃদয় প্রেম দিয়ে তুমি গড়, ওহে প্রেমের কবি।
যেথায় রয়েছে ঘৃণা, দেখাব তোমার প্রেম
যেথায় রয়েছে আঘাত, দেখাব তোমার ক্ষমা।।
যেথায় রয়েছে বিবাদ, আনিব সেথায় শান্তি
যেথায় রয়েছে ভ্রান্তি, ছড়াব সেথায় সত্য।।
যেথায় রয়েছে সংশয়, জ্বালিব বিশ্বাসের আলো
যেথায় রয়েছে নিরাশা, জাগাব সেথায় আশা।।
যেথায় রয়েছে দুঃখ, আনিব সেথায় আনন্দ
যেথায় রয়েছে আঁধার, জ্বালিব সেথায় আলো।।

ক) শত্রুর খিদে পেলে কী করবেন?
খ) যেখানে বিবাদ সেখানে আপনি কীভাবে শান্তি আনতে পারেন?
গ) আপনি কীভাবে শান্তির দূত হতে পারেন - বর্ণনা করুন।
ঘ) রোমীয়দের কাছে সাধু পলের পত্র ও উদ্দীপকের আলোকে - শান্তি ও ভ্রাতৃপ্রেম স্থাপনের জন্য আপনার যা করণীয়, দুটি কলামে তা লিখুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.৭: ১. ঘ ২. খ ৩. ক

পাঠ-১৩.৮ সমাজ প্রতিষ্ঠায় শান্তি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শান্তির জন্য, ভালোবাসা, ক্ষমা ও ন্যায্যতা দরকার তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- জানতে পারবেন যে, শান্তির মাধ্যমে সুন্দর সমাজ গড়ে উঠে।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**প্রতিবেশীকে ভালোবাসা, ক্ষমা করা, শান্তি প্রতিষ্ঠা, ন্যায্যতা, সুন্দর সমাজ, যীশুর শিক্ষা, শত্রুকে ভালোবাসা ও মঙ্গল প্রার্থনা করা**

মথি ৫:৪৩-৪৬; ১৮:২১-২২

"তোমরা শুনেছ যে, (প্রাচীনকালের মানুষদের) এই কথা বলা হয়েছিল; 'তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসবে আর তোমার শত্রুকে ঘৃণা করবে!' কিন্তু আমি তোমাদের বলছি: তোমরা তোমাদের শত্রুকে ভালোইবাস; যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর। এইভাবেই তোমরা তোমাদের স্বর্গনিবাসী পিতার প্রকৃত সন্তান হয়ে উঠবে। কারণ সৎ-অসৎ সকলেরই জন্যে তিনি ফুটিয়ে তোলেন তাঁর সূর্যের আলো, আর ধার্মিক অধার্মিক সকলেরই ওপর তিনি নামিয়ে আনেন তাঁর বৃষ্টিধারা। যারা তোমাদের ভালোবাসে, শুধু তাদেরই যদি ভালোবাস, তবে তোমরা কী পুরস্কারই বা আশা করতে পার? করগ্রাহকেরাও কি ঠিক তাই করে না? তখন পিতর এগিয়ে এসে যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন: "প্রভু, আমার ভাই আমার প্রতি বারবার অন্যায় করলে তাকে আমায় কতবার ক্ষমা করতে হবে? সাত সাতবার?" যীশু উত্তর দিলেন: "আমি বলছি, সাতবার কেন, বরং সত্তরগুণ সাতবার!"

অনুধ্যান ঃ ব্যক্তির সমষ্টি হলো সমাজ। আমরা সমাজে বাস করি। সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা আমাদের সবার কাম্য। সমাজ প্রতিষ্ঠায় শান্তি অপরিহার্য। শান্তির জন্য দরকার ভালোবাসা, ক্ষমা ও ন্যায্যতা। মানুষ হিসেবে আমরা একসাথে বসবাস করতে গেলে নানারকম সমস্যা, অশান্তি, ভুল বুঝাবুঝি হতে পারে, এমনকি আমাদের মধ্যে শত্রুভাবও দেখা দিতে পারে। কিন্তু প্রভু যীশুর শিক্ষা অনুসারে আমরা যেন শত্রুকেও ভালোবাসতে ও ক্ষমা করতে পারি। এমনকি আমাদের প্রতি কেউ অন্যায় করলেও তাকে যদি আমরা ভালোবাসতে ও ক্ষমা করতে পারি, তবে সত্যি সত্যি আমাদের সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। মহাত্মা গান্ধী অহিংসার পথ বেছে নিয়ে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দিয়েছেন। যীশু তাঁর শত্রুদের ক্ষমা করে সেই আদর্শ আমাদের জন্য রেখে গেছেন। তবে সেই সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক ন্যায্যতার বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে। কারণ ন্যায্যতা ছাড়া কখনও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। শান্তি না থাকলে সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

মনে রাখি ঃ তোমরা তোমাদের শত্রুকে ভালোইবাস; যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর।

শব্দটীকা ঃ অপরিহার্য - এড়ান যায় না এমন।

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**যিনি আপনার শত্রু, আপনার অনেক ক্ষতি করেছে, যীশুর শিক্ষা অনুসারে আপনি তার প্রতি কীরূপ আচরণ করবেন তা দলগতভাবে সহভাগিতা করুন।**

সারসংক্ষেপ

প্রতিবেশীকে ভালোবাসা, ক্ষমা করা ও সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যীশুর শিক্ষা অনুসারে শত্রুকে-
ক) উপহার দিতে হবে খ) দয়া দেখাতে হবে
গ) উদারতা দেখাতে হবে ঘ) ভালোবাসতে হবে।

২। যীশুর শিক্ষা অনুসারে শত্রুকে কতবার ক্ষমা করতে হবে-
ক) সাতগুণ সাতবার খ) সত্তরগুণ সাতবার
গ) সাতগুণ সত্তরবার ঘ) সত্তরগুণ সত্তরবার।

৩। মহাত্মা গান্ধী শান্তির জন্য যে পথ বেছে নিয়েছিলেন, তা হলো-
ক) অহিংসার খ) হিংসার
গ) প্রতিশোধের ঘ) ক্ষমার।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ব্যাংক ম্যানেজার অমলবাবু খুব সৎ ও ধার্মিক একজন মানুষ। এলাকার বেশ কিছু প্রভাবশালী ও দুষ্ট লোক তাকে অসৎ পথ অবলম্বন করার জন্য নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। প্রবল চাপের মুখে পড়েও তিনি কোনভাবেই অসৎ পথ অবলম্বন করেন নি। এর পরিণাম খুব ভয়াবহ হলো। দুষ্ট লোকগুলি অমলবাবুর কলেজ পড়ুয়া বড় মেয়েটিকে অপহরণ করে বড় অংকের মুক্তিপণ দাবী করে। তার অনেক বড় ক্ষতি হলেও তিনি তার আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র পিছুপা হলেন না। বেশ কিছু বছর পর সেই দুষ্টলোকগুলোর একজন অমলবাবুর কাছে এসে বললেন যে, তিনি জটিল রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, আর বেশি দিন বাঁচবেন না। তিনি তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থী। অমলবাবু অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন এবং অঝোরে কাঁদলেন। তারপর উঠে গিয়ে লোকটিকে জড়িয়ে ধরলেন। লোকটিকে তিনি ক্ষমা করলেন। লোকটিকে তিনি বললেন, অন্যায় কখনও শান্তি আনতে পারে না।

ক) শত্রুকে কেন ক্ষমা করবেন ও ভালোবাসবেন?
খ) শান্তি ও ন্যায্যতা বলতে কী বুঝেন? বুঝিয়ে লিখুন।
গ) আপনি কীভাবে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন - ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) পাঠ ও উদ্দীপকে বর্ণিত সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অমলবাবুর ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.৮: ১. ঘ ২. খ ৩. ক

উত্তরমালা: ইউনিট-১৩

পাঠের নাম			
পাঠ-১	১) ঘ	২) খ	৩) i
পাঠ-২	১) ঘ	২) খ	৩) খ
পাঠ-৩	১) খ	২) খ	৩) ঘ
পাঠ-৪	১) ঘ	২) খ	৩) ক
পাঠ-৫	১) ক	২) খ	৩) খ
পাঠ-৬	১) ঘ	২) খ	৩) গ
পাঠ-৭	১) ঘ	২) খ	৩) ক
পাঠ-৮	১) ঘ	২) খ	৩) ক